بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ আগস্ট, ২০২২ মোতাবেক ১২ যহুর, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

আলহামদুলিল্লাহ্ তথা সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা আয়োজনের তৌফিক দিয়েছেন এবং সেই তিনদিনে আমরা আল্লাহ্ তা'লার অসীম অনুগ্রহ (বর্ষিত হতে) দেখেছি। করোনা মহামারী ছড়িয়ে থাকার কারণে প্রথমে এমন ধারণাই ছিল যে, এ বছরও গত বছরের ন্যায় সীমিত পরিসরে জলসা করা হবে। কিন্তু এরপর শেষ মাসে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, যুক্তরাজ্যের সকল আহমদীকে জলসায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হবে। এ সিদ্ধান্তে প্রথমে ব্যবস্থাপনা কিছুটা চিন্তিত ছিল। কিন্তু এরপর তারা প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন, আর যেমনটি আমি বলেছি; আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি বর্ষিত হতে দেখেছি।

জলসার জন্য পুরো বছর আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করা হয়। ব্যবস্থাপনাকে অনেক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এরপর যখন জলসা আরম্ভ হয় তখন বোঝাই যায় না যে, কীভাবে চোখের পলকে এই তিনদিন পার হয়ে যায়। এ বছর বিভিন্ন কারণে লোকদের মাঝেও নানা রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। আমাকেও অনেকে চিঠি লিখেছে এবং দুশ্চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। লোকেরাও অনেক দোয়া করছিল আর আমিও দোয়া করছিলাম, জামা'তের সদস্যরাও দোয়া করছিলেন। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা সকল শঙ্কা ও ভয়ভীতিকে নিরাপত্তায় বদলে দিয়েছেন। করোনা মহামারীর বিস্তারও এর একটি কারণ ছিল। যাহোক, এর কিছু প্রভাব হয়ত কোন কোন অংশগ্রহণকারীর ওপরও পড়তে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার অনেক অনুগ্রহ ছিল। যাহোক, এখন জলসার বরাতে আমি কিছু কথা বলতে চাই। জলসার পরবর্তী খুতবায় সাধারণত কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং অংশগ্রহণকারী অতিথিদের অভিব্যক্তিরও উল্লেখ করি। আর জলসাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজিরও উল্লেখ করা হয়।

প্রথমে আমি সকল কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা জলসার প্রস্তুতি থেকে আরম্ভ করে ওয়াইন্ড আপ (অর্থাৎ গুটানো) পর্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন এবং এখন পর্যন্ত কোন না কোনভাবে গুটানোর কাজ চলছে, (তারা এখনও) কাজ করছেন। এরপর জলসা চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন বিভাগের নারী ও পুরুষ কর্মীরা সামগ্রিকভাবে নিজেদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো কাজ করেছেন; যার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীর (তাদের প্রতি) কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এটিই ইসলামী (শিক্ষানুযায়ী) নৈতিক গুণের দাবি। যার দ্বারা তুমি কোনভাবে উপকৃত হও, তোমার কোন কাজে আসলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। আর বান্দাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনই (মানুষকে) আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে অনুরাগী করে। ছোট-বড়, মহিলা ও মেয়েরা যথাযথভাবে সেবা প্রদানের চেষ্টা করেছে। কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দুর্বলতাও দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কিন্তু এত বিশাল আয়োজনে এমন দুর্বলতা থাকতেই পারে। কিন্তু ব্যবস্থাপনার কাজ হলো, এসব দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা।

উদাহরণস্বরূপ, লাজনাদের খাবার পরিবেশন বিভাগের কিছু অভিযোগ রয়েছে অথবা আরও কিছু বিষয় রয়েছে। এ সম্পর্কে লোকদের যেসব চিঠিপত্র এসেছে তা আমি সাথে সাথে ব্যবস্থাপনাকে পাঠাচ্ছি। প্রত্যেক বিভাগের উচিত যাচাই করত নিজেদের লাল খাতায় এসব দুর্বলতা লিপিবদ্ধ করে আগামী বছর আরও উন্নত ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কর্মীরা অনেক কাজ করেছে, ভালো কাজ করেছে। কিশোর-কিশোরিরাও নিজেদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছে। যাহোক, আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এমটিএ খুব ভালোভাবে (জলসার কার্যক্রম) সম্প্রচার করেছে। এবার পুরো স্টুডিও তারা নিজেরাই তৈরি করেছে, আর এতে কয়েক হাজার পাউণ্ড সাশ্রয়ও হয়েছে। এছাড়া এবছর উন্নত এবং অনুন্নত অনেক দেশকে জলসার কার্যক্রমের সময় সংযুক্ত করা হয়েছিল। যার মাধ্যমে এখানে উপবিষ্ট মানুষ অন্যান্য দেশে বসবাসরত নিজ ভাইদের দেখতে পাচ্ছিলেন। ঐক্যের এক (বিস্ময়কর) দৃশ্য ছিল যা আমরা এমটিএ'র ক্যামেরার চোখ দিয়ে অবলোকন করেছি। এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ, এমটিএ'র কর্মীরা এই বিষয়ে কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য কেননা; তারা আহমদীয়া জামা'তের ঐক্য এমটিএ'র মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করেছে। যাহোক, এখন আমি কয়েকজন আপন-পরের (অর্থাৎ, অ-আহমদী এবং আহমদীর) অভিব্যক্তি তুলে ধরছি। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির উল্লেখ করছি, জলসার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে ইসলামের বাণী সমগ্র বিশ্বে পৌঁছিয়েছেন তার উল্লেখ করছি।

নাইজারের একজন অ-আহমদী বন্ধু আবু বকর সীনী সাহেব, তিনি একজন অ-আহমদী আলেম। (তিনি) নিয়ামে শহরের একটি মসজিদের ইমামও বটে। তিনি বলেন, আমাকে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি প্রভাবিত করেছে তা হলো; যুগ-খলীফার প্রতি মানুষের (গভীর) ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক আর কীভাবে মানুষ যুগ-খলীফার এক ইশারার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করছিল। (তাঁর) বিভিন্ন বক্তৃতার সময় পিনপতন নিরবতা ও প্রশান্তি বিরাজ করছিল। পুনরায় বলেন, মনে হচ্ছিল এই ভালোবাসা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয়ে সঞ্চার করেছেন কেননা এর মাঝে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না।

এরপর বুরকিনা ফাসোর আরেকজন অ-আহমদী বন্ধু ইসহাক সাহেব বলেন, আপনাদের বার্ষিক জলসা ছিল খুবই উন্নত মানের, এর জুড়ি মেলা ভার। এতগুলো মানুষের এক জায়গায় সমবেত হওয়া কোন মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনার চেয়ে কম নয়। আর এক ইমামের আনুগত্যে এই জলসা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি বলেন, কেউ মানুক বা না মানুক আজ (একমাত্র) আহমদীয়াতই সত্যিকার ইসলাম। আর সেদিন বেশি দূরে নয় যখন মানুষ এই সত্যকে অনুধাবন করবে এবং এতে যোগদান করবে। এগুলো অ-আহমদী মুসলমানদের মন্তব্য আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ করছেন।

এরপর ফ্রেঞ্চ গায়ানায় একজন অ-আহমদী সিরিয়ান প্রথমবার জলসা দেখেছেন। আরবীভাষীদের জন্য মসজিদে এমটিএ আল্ আরাবিয়ার মাধ্যমে জলসার অনুষ্ঠান দেখারও ব্যবস্থা ছিল। তিনি বলেন, আমি প্রথমবার (আহমদীয়া) জামা'তের বাণী শুনছি এবং প্রথমবার আপনাদের খলীফার বক্তৃতা শুনেছি। মুসলমানদের মাঝে একটি এমন সংগঠন আছে যারা এভাবে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৃথিবীতে প্রচার করছে এবং এক খলীফার (হাতে) বয়আ'ত করে সমগ্র পৃথিবীতে কাজ করছে– এটি আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছে। এখন আমি অবশ্যই আপনাদের জামা'ত সম্পর্কে পড়াশোনা করবো এবং আরও গবেষণা করবো, ইনশাআল্লাহ্।

এরপর ফ্রেঞ্চ গায়ানারই আরেকজন অ-আহমদী মুসলমান জলসা শুনতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার কার্যক্রম আমি প্রথমবার শুনেছি এবং আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। আপনাদের জামা'ত আন্তর্জাতিক। তিনি বলেন, আমি মূলত গিনি কোনাকরির অধিবাসী। জলসার কার্যক্রম চলাকালীন দেখছিলাম, লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে পৃথিবীর অনেক দেশ এই জলসায় অংশ নিচ্ছে কিন্তু গিনি কোনাকরিকে দেখতে পাইনি। আমি যখন এটি ভাবছিলাম ঠিক তখনই পর্দায় গিনি কোনাকরি জামা'তের ভিডিও ভেসে উঠে, সেখানে আপনাদের জামা'ত প্রতিষ্ঠিত আছে দেখে আমি অনেক আনন্দিত হই। এরপর বলেন, আপনাদের খলীফা নারীদের যেসব অধিকার বর্ণনা করেছেন এতে একজন মুসলমান হিসেবে আমি গর্ববোধ করছি।

লাইবেরিয়ার একজন অ-মুসলমান অতিথি বব এম ডলো সাহেব, ইনি বিদ্যুৎ বিভাগে ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত আছেন, শিক্ষিত মানুষ। (তিনি) বলেন, আমি আহমদীয়া খলীফার বক্তব্য শুনে অনেক প্রভাবিত হয়েছি। এর পূর্বে আমি মনে করতাম, ইসলামে নারীদের কোন অধিকার নেই। কিন্তু আজ এই বক্তব্য শুনে আমি এ বিষয়টি জানতে পেরেছি যে, ইসলামে নারীদের অধিকার সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে যা অন্য কোন ধর্মে আমরা দেখতে পাই না। ইতিপূর্বে আমি শুনেছিলাম, আহমদীয়া জামা'ত খুবই সুশৃঙ্খল (একটি) জামা'ত। আজ স্বচক্ষে দেখলাম যে, কীভাবে আহমদীয়া জামা'ত একজন নেতার হাতে ঐক্যবদ্ধ এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট।

জাম্বিয়ার এক ভদ্রলোক কাটে বুলে সাহেব, পেশাগতভাবে তিনি একজন পাস্টার বা ধর্মযাজক, তিনি বলেন, বার্ষিক জলসার শেষ দিন আপনাদের খলীফার সমাপনী ভাষণ শুনে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। (তিনি) বলেন, আপনাদের খলীফার ভাষণ ছিল অবিস্মরণীয়। ইসলাম যত সুন্দরভাবে নারীদের অধিকারসমূহ বর্ণনা করে, এ সম্পর্কে আমার মোটেও ধারণা ছিল না। আমি এটিই মনে করতাম যে, ইসলাম নারীদের সকল অধিকার হরণ করেছে এবং নারীদের কোন প্রকার স্বাধীনতা প্রদান করেনি। আমার মতে ইসলাম নারীদেরকে গৃহাভ্যন্তরে বন্দি করে রেখেছিল কিন্তু আজ এই বক্তৃতা শুনে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে। (এখন) আমি একথা বলতে আদৌ লজ্জাবোধ করবো না যে, ইসলাম নারীদের যেসব অধিকার প্রদান করেছে তা খ্রিস্টধর্ম প্রদান করেনি। ইনি একজন খ্রিস্টান যাজক, তিনি বলেন; যেসব অধিকার ইসলাম প্রদান করেছে তা খ্রিস্টধর্ম দেয়নি। আমরা আমাদের নারীদের প্রতি অকারণে অত্যাচার করি আর নারীদেরকে নিজেদের দাসী মনে করি। আপনাদের খলীফা একেবারেই যথার্থ বলেছেন যে, পুরুষ কোনো না কোনোভাবে শক্তির জোরে নিজেদের অধিকার আদায় করেই ছাড়ে। আজ আমি অনুভব করেছি, ইসলাম উগ্রতার শিক্ষায় বিশ্বাসী নয় বরং ইসলামের শিক্ষা অনিন্দ্য সুন্দর।

এরপর আইভরিকোস্টের একজন যেরে তবলীগ বন্ধু বলেন, বিভিন্ন মাধ্যমে জামা'তের পরিচিতি লাভ করছিলাম। কিন্তু যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা এক স্বতন্ত্ররূপে নিজের (অর্থাৎ জামা'তের) পরিচয় উপস্থাপন করেছে। তিনি প্রথমবারের মত সরাসরি কোন জলসা টেলিভিশনে দেখেছেন। জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি বলেন, এত বিশাল সংখ্যার এরূপ সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা বলছে যে, তাদের ওপর খিলাফতের তরবীয়্যতের এক গভীর প্রভাব রয়েছে। (তিনি) বলেন, মহানবী (সা.)-এর হাতে মানুষ কীভাবে বয়আ'ত করতেন তা তিনি জানতেন না কিন্তু আজ খলীফার

হাতে লোকদেরকে বয়আ'ত করতে দেখে হৃদয়ে যে গভীর প্রভাব পরেছে আর যে আবহ সৃষ্টি হয়েছে তা বর্ণনাতীত। তিনি বলেন, আমি এখন থেকে নিয়মিত আপনাদের খলীফার খুতবা শুনবো।

কঙ্গো কিনশাসা'র ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট বা অভিবাসন বিভাগের প্রতিনিধি মানুষজনের সাথে জলসায় অংশগ্রহণ করেন, আমার বক্তব্য শ্রবণ করেন। তিনি বলেন, এই ভাষণ (তাকে) এটি ভাবতে বাধ্য করেছে যে, তিনি এখনও কেন আহমদী হন নি? আর এ বিষয়ে অঙ্গীকার করে গেছেন যে, ভবিষ্যতেও মিশন হাউজে আসা অব্যাহত রাখবেন এবং জামা'তের ব্যাপারে আরও গবেষণা করবেন।

এমটিএ'র মাধ্যমে (কীভাবে) মানুষের তরবীয়্যতও হয়ে থাকে।

ক্যামেরুনের একটি জামা'ত হলো মারাও, মারাও জামা'তের মিশন হাউজেও যুক্তরাজ্যের জলসা দেখার ব্যবস্থা ছিল। এখানে যারা জলসা দেখছিলেন তাদের মাঝে নিকটস্থ গ্রামের এক মহিলা– যার নাম ছিল উম্মল, (তিনিও) উপস্থিত ছিলেন। তিন দিনই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। জলসা সালানা শেষ হতেই তিনি সেখানে উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমাদের সৌভাগ্য হলো, আমাদের কাছে এমটিএ আছে। এমটিএ (শুধু) একটি টিভি চ্যানেলই নয় বরং একটি স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে মানুষ প্রতিদিন জ্ঞান অর্জন করে। আমরা এই তিন দিনে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি। আমাদের কাছে ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে এমটিএ দেখার ব্যবস্থা আছে (সেখানে ক্যাবলের মাধ্যমে এমটিএ দেখার সুবিধা আছে) তাই প্রত্যেকের এথেকে উপকৃত হওয়া উচিত। তিনি সেখানে (সবাইকে) উপদেশ দেন যে, বাড়িতে নিয়মিত এমটিএ দেখা উচিত আর সন্তানদেরও দেখানো উচিত যাতে সবার ইসলামী জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। বিশেষকরে যুগ-খলীফার বিভিন্ন বক্তৃতা ও খুতবা অবশ্যই শুনুন যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

কঙ্গো কিনশাসা থেকে আরেকজনের অভিব্যক্তি হলো। ইলিবু জামা'তে জলসার কার্যক্রম দেখার জন্য হাম্বলী মুসলমানদের ইমামকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। জলসা শেষ হলে তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'ত যেভাবে ইসলামের এই খাঁটি শিক্ষা উপস্থাপন করেছে, যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমার মতে এটি (আহমদীয়া) জামা'তেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমি এখনই যেকোনো মূল্যে এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হতে চাই, আল্লাহ্ আমাকে এর তৌফিক দিন। [আল্লাহ্ কাছে আমাদের দোয়া হলো, তিনি তাকে (সত্যিই) এর তৌফিক দিন]।

বিলমা নামক একজন আলবেনিয়ান যেরে তবলীগ মুসলমান মেয়ে বলেন, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা এক মহিমান্বিত জলসা ছিল যেখানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল অসাধারণ। আমি এখনও জামা'তভুক্ত হই নি কিন্তু এই জলসার ফলে আমার মাঝে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে, আমি যেন এই জামা'তের গুরুত্ব এবং সত্যতার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে চিন্তাভাবনা করি আর যুগ-খলীফার ভাষণ শুনে আমার মনে হয়েছে যে, আমি তাঁর কথার সাথে সহমত পোষণ করি। তিনি যেভাবে বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করেছেন তাতে আমার ঈমান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার বাসনা হলো, আমি যেন ব্যক্তিগতভাবে আগামীতেও এমন জলসায় যোগদান করতে পারি।

ফ্রেঞ্চ গিয়ানায় একজন আফগান মহিলা তার সন্তানদের নিয়ে আমার সমাপনী বক্তব্য শুনতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আপনাদের জামা'ত সম্পর্কে পূর্বেই আমাদের কিছুটা জ্ঞান

ছিল কিন্তু যুক্তরাজ্যের জলসায় আপনাদের খলীফার বক্তব্য শুনে এক বিস্ময়কর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলামে নারীদের অধিকার সম্পর্কে শুনে অর্থাৎ, আমাদের ধর্ম নারীদের অধিকারের প্রতি কতইনা যত্নশীল (একথা) শুনে প্রশান্তি অনুভব করছিলাম। তিনি বলেন, হয়ত এ কারণেও বেশি অনুভূত হচ্ছিল কারণ আফগানিস্তানে তালেবান যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাতে তো মহিলাদের কোন মূল্যই নেই অথচ সত্যিকার অর্থে ইসলামই নারীদের অধিকারের ষোলআনা নিশ্চয়তা প্রদান করে।

লাইবেরিয়ার একজন অ-মুসলমান অতিথি আমুস গোনসে সাহেব, যিনি পুলিশের সিআইডি কমান্ডার এবং শিক্ষিত মানুষ। আমন্ত্রণ পেয়ে জলসায় যোগদান করেন। তিনি বলেন, দ্বিতীয় দিন আমার বক্তব্য শুনে খুবই প্রভাবিত হন। দ্বিতীয় দিনই তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তৃতীয় দিন তিনি স্বেচ্ছায় আবার আসেন এবং বক্তব্য শেষে তিনি এ কথা প্রকাশ করেন যে, ইসলাম সম্পর্কে আমার খুবই নেতিবাচক ধারণা ছিল আর এর কিছুটা কারণ মুসলমানদের আচার-আচরণও বটে কিন্তু জলসার প্রোগ্রাম দেখে আমি অনুভব করি, ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম আর আহমদীয়া জামা'ত সব দিক দিয়ে মানবসেবায় রত; তাই আজ থেকে ইসলাম সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা পাল্টে গেছে আর যেসব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল (তাও) দূর হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, অত্রাঞ্চলে আহমদীয়া জামা'ত যদি পূর্বে আসতো তাহলে এখন পর্যন্ত অনেক মানুষ জামা'তের মাধ্যমে ইসলামভুক্ত হয়ে যেত।

ফ্রেঞ্চ গিয়ানা, সেখানেও জামা'তের উদ্যোগে জলসা শোনার ব্যবস্থা ছিল এবং (এটি) ছোট্ট একটি জামা'ত। অল্প কিছু মানুষ সেখানে এসেছিলেন। সেখানে হাইতির দু'জন খ্রিস্টান যেরে তবলীগ আছেন, তারা সমাপনী ভাষণ শুনতে আসেন। তারা বলেন, 'আমরা আশ্চর্য হচ্ছি, আপনাদের খলীফা তাঁর বক্তৃতার জন্য যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন, অর্থাৎ নারী অধিকার, আমরা দুই বন্ধু বিগত দু'দিন ধরে এ বিষয়েই আলোচনা করছিলাম- এই বিষয়ে অর্থাৎ নারীদের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কী? আমাদের জানা ছিল না যে, ইসলাম নারীদের অধিকার সম্পর্কে এরূপ পূর্ণাঙ্গীন ও ব্যাপক শিক্ষা প্রদান করে। আজ যদি আমরা আপনাদের খলীফার বক্তব্য না শুনতাম, তবে আমরা সম্ভবত এই অনিন্দ্য সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষা সম্পর্কে জানতেই পারতাম না। বর্তমান যুগে নারী-অধিকার সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়, কিন্তু নারী ও পুরুষ- উভয়ের যে দায়-দায়িত্ব রয়েছে, তা প্রকৃত অর্থে ইসলামই তুলে ধরেছে।' বর্তমানে তারা **'Life of Muhammad'** বইটি পড়ছেন এবং তারা আরও বই-পুস্তকও চেয়েছেন।

মরিশাসের রিপোর্ট, সেখানে (জলসার) অনুষ্ঠানাদি দেখতে লোকজন সমবেত হয়েছিলেন, একজন সংসদ সদস্য তানিয়া দেওলে সাহেবা (জলসা দেখতে) এসেছিলেন; তিনি সংসদীয় কমিটির একান্ত সচিবও বটে। তিনি বলেন, অসাধারণ দৃশ্য; আহমদীয়া জামা'তের অনুষ্ঠানাদি ও আহমদীয়া জামা'তের ঐতিহ্য প্রত্যক্ষ করার খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা হলো। এটি খুবই অভাবনীয় বিষয় যে, আপনারা লণ্ডনের মত শহরে এত বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করছেন। তিনি বলেন, একথাও সত্য যে, বর্তমান যুগের আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ধর্ম অনেক গুরুত্ববহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজেদের আত্মজিজ্ঞাসার লক্ষ্যে, এক আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমবেত হওয়া- বিশাল ব্যাপার; বিশেষত এমন সময়ে যখন আমরা সবাই কঠিন এক যুগ অতিক্রম করছি যাতে বিশ্ব বিভিন্ন ধরণের সংকটের শিকার। আমার মতে এই ধরনের অনুষ্ঠান সমাজকে

সঠিক পথে আগুয়ান ও উন্নত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। আমার জন্য এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত আনন্দদায়ক; আমি এখানে অনেক কিছু শিখেছি। একইসাথে এই মুহূর্তগুলো আমার জন্য দুশ্চিন্তার কারণও বটে।

নবাগত আহমদীরাও তাদের অভিব্যক্তি পাঠিয়েছেন। বুর্কিনাফাসোর একজন নবাগতা ভদ্রমহিলা হলেন, হাওয়া সাহেবা। তিনি বলেন, 'যুগ-খলীফার স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল বক্তব্য আমাদেরকে বলে দিচ্ছে, আমরা আহমদীয়াতকে খাঁটি ইসলাম জেনে শুধুমাত্র এজন্য বয়আ'ত করি নি যে, আমরা অন্যদেরও আহমদী বানাব; বরং এটি (শেখার) জন্যও (বয়আ'ত করেছি) যে, কীভাবে আমরা নিজেরাও সমাজে আদর্শ আহমদী হিসেবে বসবাস করব এবং আমাদের কথা ও কাজে এক হয়ে নিজেদের ঈমানকেও দৃঢ় করব আর বিশ্বাসে উন্নতি লাভ করব।' লোকেরা বলে, আফ্রিকার মানুষ অশিক্ষিত! আর এই মহিলা বলেছেন, আমাদের মাঝে এরূপ পরিবর্তন সাধন করতে হবে যেন আমাদের কথা ও কাজ সাদৃশ্যপূর্ণ হয়; আর একথা প্রত্যেক শিক্ষিত আহমদীর জন্য এবং যে নিজেকে শিক্ষিত মনে করে এমন আহমদীর জন্য, ইউরোপে বসবাসরত বা উন্নত দেশগুলোতে বসবাসকারী আহমদী- সবাইকে এ বিষয়টি চিন্তা করা দরকার এবং তাদের অভিনিবেশ করা উচিত– সর্বক্ষেত্রে নিজেদের কথা ও কাজকে এক করুন।

ইন্দোনেশিয়ার একজন নবদীক্ষিত মহিলা বলেন, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা এক অসাধারণ বিষয়। তিনি বলেন, আমি একজন নবাগতা; আমার জন্য (এটি) ঐশী জামা'তে নিজের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি করার একটি মুহূর্ত ছিল। আমি দেখেছি, মানুষজন দলে-দলে এই আশিসময় জলসায় যোগদানের জন্য আসছে। যদিও আমি এই জলসা শুধুমাত্র টিভিতেই দেখেছি, কিন্তু আমার মন-মস্তিষ্ক যুক্তরাজ্যের জলসা-গাহে উপস্থিত ছিল। এই জলসার মাধ্যমে এ ঐশী জামা'তের ওপর আমার ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমি ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করব।

কঙ্গো ব্রাজভিলের একটি রিপোর্ট রয়েছে, লাজনাদের অংশে আমার যে ভাষণ ছিল তা শুনে সেখানকার স্থানীয় লাজনারা প্রতিজ্ঞা করে- আমরাও ইসলাম আহমদীয়াতের প্রসারের জন্য নিজেদেরকে এবং নিজেদের সন্তানদেরকে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য গড়ে তুলবো।

এরপর আরেকজন নবাগতা (আহমদী) বলেন, আধ্যাত্মিক পরিবেশে তিনটি দিন অতিবাহিত হলো– আমরা চাই প্রতিটি দিন যেন এভাবেই অতিবাহিত হয় আর আমরা আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে আনন্দ উপভোগ করতে থাকি।

ইন্দোনেশিয়ার এক নবাগত আহমদী এরি হিমাওয়ান সাহেব বলেন, আমি একজন নতুন আহমদী। যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে দেখার পর আমার পক্ষ থেকে কেবল একটি শব্দই (বলার) আছে- বিস্ময়কর। আমি বিস্মিত, গোটা বিশ্বে কেবলমাত্র এমন একটি ইসলামি সম্প্রদায়ই আছে যার সদস্যরা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত। একটি টিভি চ্যানেল রয়েছে যা (অহোরাত্রি) চব্বিশ ঘন্টা সম্প্রচারিত হয়। আমি নিজেকে প্রশ্ন করতাম, এমন কোন ইসলামি সম্প্রদায় আছে কি যেমন যেহোভা উইটনেস, মরমন এবং এডভান্ট এস ডি'র মত (সম্প্রদায়)? {এগুলো সবই খ্রিস্টান সম্প্রদায়, যাদের লক্ষ লক্ষ অনুসারী রয়েছে এবং শত শত দেশে (এরা) কাজ করছে}। কিন্তু আমি এর উত্তর পেয়ে গেছি যে, আহমদীয়া জামা'ত (নামে) একটি ইসলামী সম্প্রদায় রয়েছে যারা সারা বিশ্বে

বিস্তৃত এবং আমি এই সম্প্রদায়ের সদস্য হতে পেরে আনন্দিত। এই ইসলামী সম্প্রদায়ই আমার কার্যক্রম এবং ব্যক্তিত্বের সাথে মানানসই। এখন আমি আহমদী হয়ে একজন সার্থক মানুষ হতে পারব এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারবো।

কাযাখস্তান থেকে বগু বায়েস দৌরীন সাহেব বলেন, (এই) জলসা আমার হৃদয়ে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। আমি বার্ষিক জলসার অনুষ্ঠান সস্ত্রীক একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশে দেখি। যুগ-খলীফার ভাষণ হৃদয়ে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছে যা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। একইভাবে অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্যও অতি উত্তম ছিল। এমটিএ'র মাধ্যমে গোটা বিশ্বের আহমদীদের সালানা জলসার অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য হয়। আল্লাহ্ তা'লা সকল কর্মী এবং আয়োজকদের উত্তম প্রতিদান দিন। এরপর তিনি নিজের জন্যও দোয়ার আবেদন করেন, আল্লাহ্ তা'লা (তার) এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং আবহ যেন আগামী বছরের জলসা পর্যন্ত বহাল রাখেন এবং সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

জাম্বিয়ার একজন নবাগত আহমদী যখন আমার ভাষণ শোনেন, তখন নিজের আবেগ সংবরণ করতে পারেন নি, তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে। তার সাথে বসা বন্ধু (এর কারণ) জানতে করতে চাইলে তিনি উত্তর দিতে না পেরে কয়েক মিনিটের জন্য হল থেকে বাইরে চলে যান। অশ্রু সংবরণ করে পুনরায় ফেরত আসেন এবং জানতে চাইলে বলেন, জীবনে প্রথমবার যুগ-খলীফাকে দর্শন করি এবং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনি- তাই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে আরম্ভ করে। তিনি বলেন, আমার বয়স আশি বছর। আমি আমার সারাটা জীবন নেকড়েদের মাঝে কাটিয়েছি (অর্থাৎ, অত্যাচারি লোকদের মাঝে কাটিয়েছি) এবং আহমীয়াতভুক্ত হয়ে আমি জানতে পারলাম ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হলো, ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়া, ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো নয়। এরপর একদিন তিনি ফজরের নামাযের দরসের পর উঠে দাঁড়ান এবং উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বলেন, এই মসজিদটি লোকদ্বারা পরিপূর্ণ করা কেবল মুরব্বীর কাজ নয়, বরং আমাদের সবার দায়িত্ব, আমরা সবাই যেন তবলীগ করি।

অস্ট্রেলিয়ার একজন নবাগত আহমদী ঈসা গ্যাবরিয়েল সাহেব, যিনি প্রথমে বয়আ'ত করেছিলেন ঠিকই কিন্তু অ-আহমদীদের বিভিন্ন আপত্তি (শুনে) প্রভাবিতও হতেন, বিশেষত এই আপত্তি যে, জলসা হলো একটি বিদআ'ত। তিনিও সেখানে অস্ট্রেলিয়ার বাইতুল মসরূর মসজিদে আন্তর্জাতিক বয়আ'তে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমার সকল সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে গেছে কেননা; আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, জলসা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য আয়োজন করা হয়। এটি আমার জন্য আমার ঈমান নবায়নের উপলক্ষ্য ছিল। বয়আ'তের সময় যুগ-খলীফার সাথে দোয়ায় যোগদান করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমার দোয়া অবশ্যই গৃহীত হবে।

জলসার কার্যক্রম দেখে মানুষের ঈমানে দৃঢ়তাও সৃষ্টি হয়। অস্ট্রেলিয়ার একজন নও-মোবাঈন নিকিয়াস গিবরী সাহেব বলেন, আন্তর্জাতিক বয়আ'ত আমার জন্য এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ছিল। সেসময় আমি যে আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিবাহিত করেছি এরপূর্বে আমি এমন (আধ্যাত্মিক) অবস্থা কখনোই অনুভব করি নি। এমন এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছিল যা আমাকে আত্মিক প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক আনন্দ দান করেছে।

লিসিথো থেকে একজন নবাগত আহমদী ইউসুফ আল্ হাবীসা সাহেব বলেন, এটি আমার প্রথম জলসা আর আমি প্রথমবার যুগ-খলীফাকে দেখেছি। তিনি যেভাবে উন্নত ইসলামী শিক্ষামালার আলোকে সমাজের দুর্বলতা ও নোংরামির সংশোধনের পন্থা বাতলে

দিয়েছেন তা আমি আজ পর্যন্ত অন্য কোথাও শুনিনি। খ্রিস্টধর্মেও আমি (এগুলো) শিখি নি। আমি যখন আহমদীয়াত সম্পর্কে গবেষণা করছিলাম এবং আমি যখন প্রথমবার যুগ-খলীফার ছবি দেখি তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্বপ্নযোগে বলেন, এটি সত্য ধর্ম। আহমদীয়াতের প্রতি আমার আকৃষ্ট হওয়া এবং সত্যিকার ইসলাম লাভ করা মূলত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই পথনির্দেশনার ভিত্তিতে হয়েছে, যা যুগ-খলীফাকে দেখার পর আমি লাভ করেছি। এভাবে জীবনে প্রথমবার জলসা দেখা এবং বয়আ'তের হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য দেখা এবং এতে অংশগ্রহণ করার পর আমি নিজের মাঝে এক (পবিত্র) পরিবর্তন অনুভব করছি। (মনে হচ্ছে) যেন এক নবজীবন লাভ করেছি।

ইতিহাসের শিক্ষক আলবানিয়ার পলুম্বিয়া সাহেব, তিনি তিন-চার বছর পূর্বে জার্মানীতে বয়আ'ত করেছিলেন। তিনি বলেন, এ বছর যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় ভার্চুয়ালী অংশগ্রহণ করেছিলাম কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি যেন স্বয়ং সেখানে উপস্থিত আছি। জলসার পরিবেশ এবং যুগ-খলীফার ভাষণের প্রভাব ছিল অসাধারণ। আমার মনে হয়েছে, আমিও স্বশরীরে জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। এই আন্তর্জাতিক বার্ষিক জলসা এ কথার অকাট্য প্রমাণ যে, জামা'তের মাঝে ঐক্য রয়েছে। পুরো বিশ্বের আহমদীরা যুগ-খলীফার হাতে ঐক্যবদ্ধ। সকল আহমদী সদস্য নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য বুঝতে আগ্রহী। তিনি বলেন, সবাই যুগ-খলীফার দিকনির্দেশনা শোনার প্রতীক্ষায় রয়েছে এবং তা পালনের আকাঙ্ক্ষা রাখে। তিনি বলেন, (যুগ-খলীফা) তাঁর সমাপনী ভাষণে খুবই সহজ-সরল ভাষায় আমাদেরকে অত্যন্ত স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন আর সেই বাক্যগুলো এমন ছিল যা সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ অতি সহজেই বুঝতে পারে। এই ভাষণ আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষভাবে আমাদেরকে– যারা আলবেনিয়ান সমাজে বাস করি যেখানে নারীদের অধিকার (প্রদান) সংক্রান্ত অনেক সমস্যা রয়েছে।

এরপর নাইজারের (একটি) অঞ্চলের একজন মহিলা গোনারুমজি সাহেবা বলেন, আজ লাজনাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ শুনে আমি নারীদের অধিকার এবং তাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান লাভ করেছি। তিনি বলেন, আপনি যখন হযরত আম্মাজানের কথা বলেন যে, কীভাবে তিনি তাঁর সন্তানদের যত্ন নিতেন আর তাদের অতুলনীয় তরবীয়্যত করতেন, তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করি যে, আজ থেকে আমিও আমার সন্তানদের তরবীয়্যতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিব যাতে তারা আদর্শ ধর্মসেবক হতে পারে। (দেখুন!) আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে পরিবর্তন সৃষ্টি করছেন।

এডিলেইডের মুরব্বী সিলসিলাহ্ আতেফ যাহেদ সাহেব লিখেন, এডিলেইডের স্থানীয় সময়ের সাথে লণ্ডনের সাড়ে আট ঘণ্টার ব্যবধান রয়েছে। জলসার সকল কার্যক্রম গভীর রাতে এখানে সম্প্রচারিত হওয়ার ছিল। আশংকা ছিল, লোকজন হয়তো আসবে না- উপস্থিতি আশানুরূপ হবে না কিন্তু লোকেরা অসাধারণ নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন আর জুমুআ'র দিনে কর্মদিবস হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা মসজিদে এসেছেন, ভাষণ শুনেছেন এবং আন্তর্জাতিক বয়আ'তের সময়ও মানুষজন উপস্থিত ছিল। রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে থেকে তারা সমাপনী ভাষণ শুনেছেন এবং খিলাফতের প্রতি সবার ভালোবাসা ছিল দেখার মত আর একারণে এমটিএ'র প্রতিও তারা (যারপরনাই) কৃতজ্ঞ।

কাযাখস্তান থেকে গুলিয়ান আই মাকীনা সাহেবা বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বার্ষিক জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে যুগ খলীফার এবং অন্যান্য বক্তার বক্তৃতা খুবই উপকারী ও চিত্তাকর্ষক ছিল। এসব বক্তৃতা আমার হৃদয়ে একটি বিশেষ প্রভাব ফেলেছে এবং আমি তবলীগ করার পদ্ধতিও শিখেছি। আমি নিশ্চিত এভাবে অন্যান্য শ্রোতারাও তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়ে থাকবেন। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বয়আ'ত নবায়ন করারও তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয় ও দৃষ্টি উন্মোচন করুন এবং তারা হিদায়াত বা সত্যগ্রহণকারী হোক।

ইয়েমেন থেকে সীমা কাসেম সাহেবা বলেন, আমরা জলসার কার্যক্রম দেখেছি। এমন মনে হচ্ছিল যেন আমরা জান্নাতে আছি। ইসলামের সূর্য আমাদের ওপর পুনরায় উদিত হয়েছে এবং আমাদের হৃদয় ও আত্মাকে সতেজতা প্রদান করেছে। আমাদের মাঝে সত্যিকার ঈমান, ভালোবাসা, ঐক্য এবং নৈতিকতার প্রেরণা ফুৎকার করা হয়েছে। আমরা আপনার কাছ থেকে দূরে ছিলাম ঠিকই কিন্তু আমাদের হৃদয় আপনার সাথে ছিল। আমরা একই ঘরে উপস্থিত ছিলাম। একজন আহমদী ছাড়া অন্য কেউ এই সম্পর্ককে অনুভব করতে পারবে না। আমাদের দেশে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও জলসার তিনদিনই আবহাওয়া ভালো ছিল এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় আমরা জলসার সকল কার্যক্রম দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতকে চিরস্থায়ী করুন। এটি ছাড়া আমাদের কোনো অস্তিত্ব নেই আর নাই-বা কোন লক্ষ্য (আছে)।

এরপর কাবাবির থেকে আরেকজন আরব ভদ্রমহিলা দোয়া সাহেবা বলেন, আপনার ভাষণ নোট করার চেষ্টা করেছি। সমাপনী ভাষণে নারীদের অধিকারের প্রতি যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেজন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমি সেই ধর্মের অনুসারী যা আমার সকল অধিকার ও অনুভূতির সুরক্ষা করে। আমি এসব কথা আমার অমুসলমান বান্ধবীদের সামনে পুনরাবৃত্তি করতে গর্ব অনুভব করি। এছাড়া মহিলাদের দৃষ্টিকোন থেকেও আপনি পুরুষদের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে আমাদেরকে বলেছেন যাতে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমি আমার পিতা, ভাই এবং স্বামীর সকল অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করছি কিনা? বয়আ'তের সময় আমার মনে হচ্ছিল, আমরা বাস্তবেই যুগ খলীফার সাথে আছি এবং আমাদের মাঝে না কোনো দেশ আছে আর নাই-বা কোনো সমুদ্র। আমি এতটাই আনন্দ অনুভব করছিলাম যে, আমার মনে হচ্ছিল (আনন্দে) আমার হৃদয় ফেটে যাবে।

জর্ডান থেকে আমাতুশ্ শাফী নামক এক ভদ্রমহিলা লিখেন, আমি বার্ষিক জলসায় প্রদত্ত আপনার প্রথম দিনের ভাষণ শুনেছি। নিজের দায়িত্বের কথা অনুভব করে আমার শরীর কেঁপে ওঠে। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে ওয়াগান্দা নামক (একটি) গ্রামের আহমদীদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং যুগ-খলীফার প্রতি ভালোবাসা দেখেছি। যদিও এই গ্রামটি খুবই পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত এবং এর বাসিন্দারা এখনও জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ থেকেও বঞ্চিত তাসত্ত্বেও এই গ্রামের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কথা শুনে আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে আরম্ভ করে। তিনি বলছিলেন, তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ভালোবাসেন। (ভালোবাসা প্রকাশের এই) ভাষা বাহ্যত খুবই সাদামাটা ছিল কিন্তু আমার হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব পড়েছে।

এরপর মিশরের মারওয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেবা বলেন, (হে) আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাদের হৃদয়কে আপনার বিভিন্ন ভাষণ এবং অন্যান্য বক্তার বক্তৃতার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক

সম্পদে সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন। আমি সেসময় আধ্যাত্মিকতার আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিলাম আর স্বীয় প্রভুর সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ি। আমার আকাঙ্খা হলো, আমি যেন সেই শান্তিপ্রাপ্ত আত্মার মর্যাদায় উপনীত হই যার উল্লেখ আপনি করেছেন। মন চায়, আমি খোদার ভালোবাসায় এবং তাঁকে পাবার বাসনায় এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে যাই যেন আশেপাশের কোন খবরই না থাকে। যদিও আমার দেহ লোকদের সম্মুখে উপস্থিত থাকবে কিন্তু আমার আত্মা খোদা ও তাঁর রসূল প্রেমের আকাশে বিচরণে মগ্ন থাকবে। আরবদের মাঝে বাগ্মিতার ও শব্দচয়নের বিশেষ নৈপুণ্য রয়েছে আর তারা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার উত্তমভাবে বহিঃপ্রকাশ করতে জানে। আল্লাহ্ তা'লা তার ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি দিন।

এরপর মালয়েশিয়ার এক নবাগত বন্ধু নাযলান আযগান সাহেব, তিনি খুবই সহজসরল মানুষ, খুব সাদাসিধে জীবন যাপনকারী আর আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল নয়। ইন্টারনেটে জলসা দেখার জন্য তার কাছে কোন টাকা-পয়সাও ছিল না। তিনি তার বাড়ির সামনের একটি গাছ থেকে আম পেড়ে তা বিক্রি করেন। তিনি বলেন, বিক্রির পর যে মূল্য পান তা দিয়ে ইন্টারনেটের ডাটা ক্রয় করে জলসার কার্যক্রম শুনেছেন।

গিনি বিসাও এর একজন অ-আহমদী বন্ধু সীনী বালটে সাহেব জলসার কার্যক্রম শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি আজ পর্যন্ত কখনো এমন অনুষ্ঠান দেখি নি যেখানে লোকেরা তাদের নেতার কথা এত ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে শোনে, আর আন্তর্জাতিক বয়আ'তের দৃশ্য খুবই চমৎকার ছিল। তিনি কেবল আন্তর্জাতিক বয়আ'তের দৃশ্য দেখেছিলেন, যেখানে সমগ্র জামা'ত এক হাতে ঐক্যবদ্ধ ছিল। এই দৃশ্য দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আহমদীয়া জামা'ত তাদের খলীফার পরিপূর্ণ আনুগত্য করে আর এটিই তাদের উন্নতির রহস্য। আর প্রকৃতপক্ষে আহমদীয়া জামা'ত একটি সত্য জামা'ত এবং আপনারা সত্যের পথে পরিচালিত।

ম্যাক্সিকো থেকে সুরাইয়া গোমেয সাহেবা বলেন, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার বিভিন্ন বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয়েছে। সমাপনী ভাষণ সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর ছিল, যাতে নারীদের বিভিন্ন অধিকার এবং কীভাবে বাড়ির পরিবেশ সুন্দর করা যায় তা বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো এমন ইসলামী শিক্ষামালা যার ওপর আমি স্বয়ং আমার জীবনে অনুশীলন করার চেষ্টা করব। এছাড়া বয়আ'তের অনুষ্ঠান দেখে গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। এমন এক অবস্থা বিরাজ করছিল যা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না কিন্তু আমি খুবই আনন্দ এবং প্রশান্তি অনুভব করছিলাম।

গিনি বিসাও- এর একজন নবাগতা মহিলা বলেন, তিনি একজন অ-আহমদী মহিলা জেবুন্নেসাকে জলসা দেখার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসার তিন দিনের সকল অনুষ্ঠান বিশেষভাবে আপনার সকল বক্তৃতা শোনেন। আর শেষ দিন সেই অ-আহমদী মহিলা মসজিদে ঘোষণা করেন, জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কে আমার অনেক আপত্তি ছিল কিন্তু আপনাদের খলীফার বিভিন্ন ভাষণ শুনে আমার সকল আপত্তি দূর হয়ে গেছে আর আমি আহমদীয়াতে যোগদানের ঘোষণা দিচ্ছি। আর আমি আমার পুত্রকেও আহমদীয়া জামা'তের জন্য উৎসর্গ করছি।

গিনি বিসাও- এর এক গ্রামের মহিলা কামবা কিটা সাহেবা যুক্তরাজ্যের জলসার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক বয়আ'তের কথা শুনে মুয়াল্লিম সাহেবের কাছে বিস্তারিত জানতে চান। মুয়াল্লিম সাহেব বয়আ'তের দশটি শর্ত সম্পর্কে বলেন। এরপর এই

মহিলা বয়আ'ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, বয়আ'তের প্রতিটি বাক্য পুনরাবৃত্তি করেন এবং সমাপনী ভাষণও শোনেন। পরিশেষে (তিনি) বলেন, আমি তো আহমদীয়াত তখনই গ্রহণ করেছিলাম যখন আন্তর্জাতিক বয়আ'ত হয়েছিল। কিন্তু এখন এই ভাষণের পর ঘোষণা দিতে চাই, বর্তমানে কেউ যদি উম্মতে মুসলেমাকে রক্ষা করতে পারে তাহলে তা একমাত্র আহমদীয়া খিলাফতই (পারে)। এছাড়া আজ আমি আহমদীয়া জামা'তে যোগদানের ঘোষণা দিচ্ছি আর আমার সন্তানদেরকেও আহমদীয়াত গ্রহণের উপদেশ দিবো, কেননা আহমদীয়াতই সত্যিকার ইসলাম।

কঙ্গো ব্রাজভিলের মুবাল্লিগ লিখেন, এখানে বিভিন্ন জামাতে সমবেতভাবে জলসার সকল সম্প্রচার এমটিএ আফ্রিকার মাধ্যমে সরাসরি দেখার সুযোগ হয়েছে। যেসব বক্তব্য ছিল তাতে অনেক মানুষ প্রভাবিত হয়েছেন আর এসব বক্তব্য এবং জলসার কার্যক্রম শোনার ফলে আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় এদিনগুলোতে ২৩জন বয়আ'ত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

কঙ্গো ব্রাজভিল থেকে মিস্টার মম্বোরা বিন জীলী সাহেব, তিনি খ্রিস্টধর্মের অনুসারী, জলসায় তাকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি দু'দিন জলসার কার্যক্রম বা অনুষ্ঠান শোনেন। তিনি বলেন, গত দু'দিন থেকে আমি এখানে হুকুল্লাহ্, হুকুকুল ইবাদ (তথা আল্লাহ্ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার), তাক্বওয়া ও এস্তেগফার সম্পর্কে আলোচনা শুনছি যা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হচ্ছে। এছাড়া আমি আমার নিজের মাঝে এক ধরণের (পবিত্র) পরিবর্তন অনুভব করছি অথচ গীর্জায় জাদুটোনা ও প্রেতাত্মা তাড়ানো ছাড়া তাদেরকে আর কিছুই বলা হয় না। আমি আপনাদের জামা'তে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কেননা এখানেই আমি আত্মিক প্রশান্তি লাভ করেছি। অতএব, তিনি বয়আ'ত করে জামা'তভুক্ত হয়েছেন।

বুরকিনাফাসোর একজন নওমুসলিম বন্ধু মীসে বীসা সাহেব বলেন, এটি আমার খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)-কে সরাসরি দেখার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার মাথায় সর্বদা এই প্রশ্নের উদ্রেক হতো যে, জগদ্বাসীর অবশ্যই একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। এখন এখানে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের দেখে সেই ঐক্য দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এজন্য আমি তাদের সাথে আহমদীয়া মসজিদে নামায পড়তে আরম্ভ করি। আজ আমি যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা ও আন্তর্জাতিক বয়আ'তে অংশগ্রহণ করেছি যাতে সকল আহমদী এমটিএ-এর মাধ্যমে যুক্ত ছিল। এসব কিছু স্বচক্ষে দেখার পর আমি আশ্বস্ত হয়ে গেছি আর সেকথা যা আমি সর্বদা চিন্তা করতাম যে, সবাই যেন এক হাতে ঐক্যবদ্ধ হয় তাও আমি (পূর্ণ হতে) দেখেছি। আমার এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি, এজন্য আজ আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করার ঘোষণা দিচ্ছি। এছাড়া আমি আমার পরিবারকেও খিলাফতের পদাঙ্ক অনুসরণের উপদেশ দিব।

শ্রীলঙ্কা থেকে একজনের আহমদীয়াত গ্রহণ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, স্থানীয় জামা'তে সমবেতভাবে জলসা শোনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে কলম্বোর জামা'তী সেন্টারে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভীষণ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ৮৫জন আহমদী ও অ–আহমদী জলসা ও আন্তর্জাতিক বয়আ'তের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় দু'জন বয়আ'ত করে জামা'তভুক্ত হয়েছেন। অনুরূপভাবে সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে নিগম্বো, পিসিয়ালা ও পোলনরোয়ায় জামা'তের সদস্যরা সমবেতভাবে

জলসায় যোগদান করেন। এছাড়া সবগুলো অনুষ্ঠানই তামিল ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানের ফলে ৪জনের আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য হয়।

আলবেনিয়া সম্পর্কে রিপোর্ট হলো, সেখানে ইউটিউবে (সে দেশের ভাষায়) সরাসরি অনুবাদ সম্প্রচারিত হচ্ছিল যা আলবেনিয়া, কসোভো, মেসিডোনিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশে (বসবাসরত) আলবানিয়ানরা শুনছিলেন। একজন আলবেনীয় মুসলমান যেরে তবলীগ বন্ধু আলবার্ট সাহেব যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার সমাপনী অধিবেশনে প্রথমবারের মত অংশগ্রহণ করেন। জলসা শেষ হওয়ার পর বলেন, খলীফাতুল মসীহ্‌র ভাষণ পবিত্র কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.) জীবনচরিত এবং যুক্তিপ্রমাণে সমৃদ্ধ কিন্তু একেবারেই সহজ ও সরল ভাষায় ছিল। যারা নারীদের বিভিন্ন অধিকারের বিষয়ে আপত্তি করে তাদের সকল প্রশ্নের উত্তরও আজ তিনি তাঁর বক্তৃতায় দিয়ে দিয়েছেন। ফিরে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই পুনরায় তার ফোন আসে আর তিনি আহমদীয়া জামা'ত ও জলসার ব্যাপারে তার আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'তই প্রকৃত ইসলাম। বয়আ'তের শর্তাবলীর উল্লেখ করা হলে আলবেনিয়ান ভাষায় অনূদিত জামাতের একটি পুস্তকের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, এতে বয়আ'তের দশটি শর্ত লিপিবদ্ধ আছে আর আমি (তা) পাঠ করেছি, এখন আমি বয়আ'ত করার জন্য প্রস্তুত। এতএব, তিনি (বয়আ'ত করে) আহমদীয়া জামা'তে যোগদান করেন।

কঙ্গো ব্রাজভিলের মুয়াল্লিম সাহেব লিখেন, ইউকোস্টিভী নামের এক মহিলার স্বামী পূর্বেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন আর তার বাসনা ছিল তার স্ত্রীও যেন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তবলীগ করছিলেন সাথে দোয়াও করছিলেন। কিন্তু তার স্ত্রী চার্চ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাকে বার্ষিক জলসা দেখার আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি তিন দিনই জলসার কার্যক্রম উপভোগ করেন। আর জলসার শেষ দিন সেই মহিলা বলেন, আমি তিন দিন থেকে আমাদের যাজক এবং আপনাদের খলীফার কথাবার্তার মধ্যে তুলনা করছিলাম। (এখন) আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, খলীফার কথায় অনেক ওজন রয়েছে আর তাঁর প্রত্যেকটি কথাই হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছিল। অপরদিকে পাদ্রীর কথা আমরা প্রতিদিনই শুনি, কিন্তু কখনোই এমন অনুভূত হয় নি যে, তার কথা আমাদের হৃদয়ে কোন প্রভাব ফেলছে। অতএব, বয়আ'ত করে (তিনি) জামা'তভুক্ত হন।

মানুষের এই কয়েকটি ঘটনা ছিল যা আমি উল্লেখ করলাম। জলসার সময় যেভাবে আপনারা জলসার কার্যক্রম চলাকালীন দেখেছেন, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে অনেক বার্তা এসেছে। গোটা বিশ্বের বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে মোট ১২৬টি বার্তা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১০১টি ছিল ভিডিও বার্তা আর ২৫টি লিখিত বার্তা। সাংসদ ও মন্ত্রীদের বার্তাও ছিল। যুক্তরাজ্য ছাড়া অন্য যেসব দেশের লোকেরা বার্তা প্রেরণ করেছেন তার মধ্যে আমেরিকা, কানাডা, সিয়েরা লিওন, উগান্ডা, লাইবেরিয়া, নিউজিল্যান্ড, স্পেন ও হল্যান্ড অর্ন্তভুক্ত ছিল। ৫৩টি দেশে লাইভ স্ট্রিমিং-এর ব্যবস্থা ছিল। এর সাহায্যে ৫৩টি দেশের মানুষজন যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করেন– ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়াতে। এই ৫৩টি দেশের ৮০টি স্থানের মানুষজন (জলসায়) অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রেস এবং মিডিয়ায় কভারেজ : করোনার কারণে এবছর প্রচার মাধ্যমকে গণ আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। কিন্তু দু'টি মিডিয়া আউটলেট বিশেষভাবে আবেদন করে (জলসায়) আসার অনুমতি নেয়। কাজেই, তাদের অনুমতি দেওয়া হয়। প্রেস বিভাগের ধারণা ছিল, এবার

কীভাবে আমরা বার্ষিক জলসা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করবো– (বিষয়টি) খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে? কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে ব্যবস্থা করেছেন যে, তিনি স্বয়ং কভারেজের উপায় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। দু'টি প্রচার মাধ্যমের লোক এসেছিলেন। অর্থাৎ, বিবিসি এবং অন্য আরেকটি চ্যানেল। এছাড়া বিবিসি, আই টিভি, মেট্রো, এলবিসি, বিবিসি রেডিও সারে, বিবিসি সাউথ টুডে, বিবিসি নিউজ ওয়েব সাইট ইত্যাদি গণমাধ্যম খুব ফলাও করে প্রচার করেছে আর সেখান থেকে নিয়ে অন্যান্য মিডিয়াও প্রচার করেছে। এভাবে আঞ্চলিক পর্যায়েও ৮টি মিডিয়া আউটলেট জলসা কভার করেছে। এছাড়া ২৮টি ওয়েব সাইটে জলসার বরাতে সংবাদ অথবা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এসব ওয়েব সাইটের ভিজিটর বা দর্শনার্থীর সংখ্যা ২ কোটির অধিক। প্রিন্ট মিডিয়ার হিসেব নিলে দেখা যায়, (বিভিন্ন) পত্রপত্রিকায় জলসার বরাতে ১৪টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এসব পত্রপত্রিকার পাঠক সংখ্যা ১২ লক্ষ। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের ৩২টি অনুষ্ঠানে বার্ষিক জলসার সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। এসব টেলিভিশন চ্যানেলের দর্শক সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষের অধিক। বিভিন্ন রেডিও চ্যানেলের ৩৩টি অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার উল্লেখ করা হয়েছে। এসব রেডিও চ্যানেলের শ্রোতার সংখ্যা ১০ লক্ষাধিক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোন কোন মিডিয়া আউটলেটের সাংবাদিকগণ এবং বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ জলসা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন বার্তা দিয়েছেন যেগুলো ১ কোটি ২০ লক্ষের অধিক মানুষের কাছে পৌঁছেছে। প্রেস এ্যান্ড মিডিয়া টিমও ভিডিও প্রস্তুত করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করেছেন, সেগুলো ২ লক্ষ ৩৪ হাজারের অধিক মানুষের কাছে পৌঁছেছে। সম্মিলিতভাবে এসব মাধ্যমে ৫৭.৫ মিলিয়ন বা ৫ কোটি ৭৫ লক্ষের অধিক মানুষের কাছে জলসার সংবাদ পৌঁছেছে। যেহেতু সাংবাদিকদের আসার অনুমতি ছিল না, তাই প্রেস মিডিয়া টিম যুক্তরাজ্য জামা'তের তবলীগ বিভাগের সহায়তায় ৩২জন সাংবাদিককে লঙ্গর খানার খাবার প্রেরণ করে আর এর জন্যও তারা খুবই ইতিবাচক মন্তব্য করেন এবং প্রশংসা করেন। বিবিসি সাউথের প্রতিনিধি সাংবাদিক এডওয়ার্ড সল্ট বলেন, জলসায় আমি খুবই ভালো সময় কাটিয়েছি, অতিথিসেবার মান খুবই উন্নতমানের ছিল, বিভিন্ন বক্তব্য শুনেও অনেক ভালো লেগেছে। ভবিষ্যতেও আপনাদের সাথে কাজ করব। আরেকজন সাংবাদিক স্টেভী নীতা বলেন, আপনাদের জামা'তের উদারতা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

এক সাংবাদিক নাতাশা দেওভন বলেন, সব ধর্ম মূলত একই (শিক্ষা দেয়)। ভালো মানুষেরা– ধর্মকে লোকদের সমবেত করতে এবং দরিদ্রদের সাহায্য করতে ব্যবহার করে। অথচ মন্দ লোকেরা ধর্মকে মন্দ কাজের জন্য ব্যবহার করে আর বার্ষিক জলসা নিশ্চিতরূপে ভালো মানুষের দৃষ্টান্ত (বহন করে)।

এমটিএ'র পক্ষ থেকে বার্ষিক জলসার বরাতে ১৮৮৫টি পোস্ট, ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪০ লক্ষ মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। ২ লক্ষ ১৩ হাজার মানুষ এসব পোস্ট লাইক করেছে, এতে মন্তব্য করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ১২৩৬টি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে, এগুলো ২ লক্ষ ৩১ হাজার মানুষ দেখেছে। দর্শকদের দর্শনের মোট সময়ের হিসাব করলে ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ঘন্টা দাঁড়ায়।

এমটিএ'র ওয়েব সাইট ২৪ হাজার মানুষ ৯২ হাজার বার ভিজিট করেছে। এমটিএ আফ্রিকার রিপোর্ট হলো, ২০টি টেলিভিশন চ্যানেলে বার্ষিক জলসার অনুষ্ঠান সরাসরি

সম্প্রচারিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি সরকারী চ্যানেল এবং কয়েকটি ব্যক্তি মালিকানাধীন চ্যানেল ছিল। কোন কোন চ্যানেল এমন ছিল যেগুলো গোটা দেশ জুড়ে দেখা হয়। এসব চ্যানেলের মধ্যে গাম্বিয়া ন্যাশনাল টিভি, সিয়েরা লিওন ন্যাশনাল টিভি, লাইবেরিয়া ন্যাশনাল টিভি এবং অনেক ব্যক্তি মালিকানাধীন টিভি চ্যানেল অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক বয়আ'তের অনুষ্ঠানও এতে প্রদর্শন করা হয়েছে। **২০টি টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আমার ভাষণগুলো সম্প্রচার করা হয়েছে এবং সাড়ে তিন কোটি মানুষের কাছে তা পৌঁছেছে।**

জলসার সরাসরি সম্প্রচার ছাড়াও জলসা উপলক্ষ্যে নিউজ আইটেম প্রস্তুত করে সমগ্র আফ্রিকায় প্রেরণ করা হয়েছিল। অতএব, জলসার তিন দিনই ১৫টি চ্যানেল বার্ষিক জলসার বরাতে সংবাদ প্রচার করেছে। **যাদের দর্শক সংখ্যা হলো দেড় কোটি।**

রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স এর মাধ্যমেও যথেষ্ট প্রচার প্রচারণা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ইউটিউবের মাধ্যমে তাদের প্রচারণা হয়েছে। জলসা উপলক্ষ্যে ৪০টি প্রবন্ধ লিখা হয়েছে, ১২টি ভিডিও প্রস্তুত করা হয়েছে, ১১০ টির অধিক পোস্ট দেয়া হয়েছে। (এভাবে) ৩ লক্ষের অধিক মানুষের কাছে বার্ষিক জলসার সংবাদ পৌঁছেছে।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জলসার অগণিত কল্যাণ রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন। যেমনটি আমি বলেছি, প্রাপ্ত বিভিন্ন ঘটনা ও অভিব্যক্তির মধ্য থেকে গুটিকতক উদাহরণ আমি উপস্থাপন করেছি। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীর ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি দিন। আর জলসার এসব প্রভাব যেন চিরস্থায়ী হয় এবং সাময়িক না হয়।

নামাযের পর আমি কয়েকজনের (গায়েবানা) জানাযা পড়াবো; (সেই) প্রয়াত ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ করছি। প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে, শ্রদ্ধেয়া নুসরত কুদরত সুলতানা সাহেবার, যিনি কানাডা নিবাসী জনাব কুদরতুল্লাহ্ আদনান সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ৫৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমা নামাযে নিয়মিত, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত একজন পুণ্যবতী, নিষ্ঠাবতী ও ফিরিশ্তাতুল্য নারী ছিলেন। হাসপাতালে অবস্থানকালে এমন কোন ডাক্তার নেই যাকে তিনি তবলীগ করেন নি। একজন মুসলমান আরব ডাক্তারও ছিলেন যিনি নুসরত সাহেবার কাছে কুরআন শুনতে আসতেন আর তিনি তাকে সূরা ইয়াসীন পড়ে শোনাতেন। প্রত্যেক কথায় খিলাফতের উল্লেখ করতেন। খিলাফতের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তার অনেক আত্মীয়-স্বজন অ-আহমদী সুন্নী মুসলমান। তাদের সবাইকে তিনি বার্তা পাঠিয়েছেন, তবলীগ করেছেন যে, আপনারাও যুগ ইমামের হাতে বয়আ'ত করে নিন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও তিন সন্তান রয়েছে। তার এক পুত্র রাযিউল্লাহ্ নো'মান জামেয়া আহমদীয়া কানাডার শিক্ষার্থী এবং (আরও) দুই সন্তান রয়েছে। অর্থাৎ তার এক ভাই ও এক বোন রয়েছে।

তার স্বামী বলেন, আমার সহধর্মিণী একজন ওয়াক্ফে যিন্দেগীর ন্যায় জীবন যাপন করেছেন। তার সকল শক্তি ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা সন্তানদের তরবীয়্যতের পেছনে ব্যয় করেছেন। খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। তবলীগের প্রবল আগ্রহ ছিল। যেমনটি আমি বলেছি, নিজ সন্তানদের মাঝেও তিনি এই আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমিও প্রত্যক্ষ করেছি যে, তার সকল সন্তানই তবলীগের প্রতি বিশেষ আগ্রহ রাখে, বরং অসাধারণ আগ্রহ রাখে, কোন সাধারণ আগ্রহ নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সন্তানদের ওপর তার তরবীয়্যতের বিশেষ (প্রভাব) রয়েছে এবং পড়াশোনার প্রতিও তাদের আগ্রহ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা (তাদেরকে) যোগ্যতা দিয়েছেন আর তাদের মাধ্যমে বয়আ'তও হয়। যেমনটি আমি বলেছি,

তার এক পুত্র রাযিউল্লাহ্ নো'মান জামেয়াতে আছে এবং অত্যন্ত ভালো কাজ করছে। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও তাকে ও অন্য সন্তানদেরও নিঃস্বার্থভাবে ধর্মসেবার সৌভাগ্য দিন এবং তাদের সবাইকে তাদের মায়ের দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

তার ছেলে জারিউল্লাহ্ আদনান বলেন, (আমার) মা অত্যন্ত পুণ্যবতী, সৎকর্মশীলা, খোদাভীরু ও আদর্শ আহমদী নারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। সন্তানদের তরবীয়্যতের প্রতি অনেক যত্নবান ছিলেন এবং সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার মনোযোগ নিবদ্ধ থাকতো। এতীমদের বিশেষভাবে দেখাশোনা করতেন। শৈশব থেকেই খোদা তা'লার প্রতি (তার) অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। যখন এই রোগ ধরা পড়ে তখনও আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ছিলেন; বরং আমাদেরকে বলতেন, তোমাদের মনোবল দৃঢ় হওয়া উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হওয়া উচিত। নিজের ডাক্তারদেরও বলতেন যে, জীবন-মৃত্যু কোন বড় বিষয় নয়, বরং প্রকৃত বিষয় হলো, মানুষ যেন তার জীবন এমনভাবে অতিবাহিত করে যে, প্রত্যেকেই তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং সে নিজেও স্বীয় কর্মে সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা, যার স্মৃতিচারণ করবো তিনি হলেন, মোহতরম চৌধুরী লতীফ আহমদ ঝুমট সাহেব। তিনিও সম্প্রতি ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াত প্রবেশ করেছে তার দাদা হিসাবরক্ষক হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ দ্বীন সাহেবের মাধ্যমে, যার নাম আঞ্জামে আথম পুস্তকে, রূহানী খাযায়েনের ১১তম খণ্ডে ৩২৫তম পৃষ্ঠায় ৩১৩ জন সাহাবীর নামের তালিকায় ৩য় নম্বরে মিয়াঁ মুহাম্মদ দ্বীন পাটোয়ারী বালানী, জেলা গুজরাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। চৌধুরী লতীফ ঝুমট সাহেব ১৯৬৬ সনে লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর তিনি শিক্ষা বিভাগের সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৬-১৯৬৮ সন পর্যন্ত রাবওয়াহ্র 'তালীমুল ইসলাম' কলেজে প্রভাষক হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অনুরূপভাবে তিনি ১৯৬৮-১৯৯৪ সন পর্যন্ত প্রায় ২৬ বছর সিয়েরা লিওনে শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ হিসেবে অতি উত্তমভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন। আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে তিনি প্রায় ৫ বছর নায়েব ওকীলুল মাল সানী এবং ৭ বছর নায়েব ওকীলুল মাল সালেস হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, সিয়েরা লিওনে তিনি জামা'তের স্কুলে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেছেন। আর ১৯৭১ সালে তিনি যথারীতি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১লা জানুয়ারি ২০০৭ সালে তিনি ওকীলুল মাল সালেস হিসেবে নিযুক্ত হন। এভাবে তার মোট সেবাকাল অর্ধ-শতাব্দীর অধিক হয়।

তার স্ত্রী রশীদা লতীফ সাহেবা বলেন, আমার স্বামী সিয়েরা লিওনে ছিলেন, বিয়ের পর আমি যখন সেখানে যাই তখন সেখানে যেতেই তিনি আমাকে উপদেশ দেন যে, একজন ওয়াক্ফে যিন্দেগীর জন্য এখানে এশিয়ার জিনিসপত্র ক্রয় করে খাওয়া অনেক কঠিন, ওয়াক্ফে যিন্দেগী এবং তার স্ত্রীর স্থানীয় খাবার খাওয়া উচিত। তাই তুমি স্থানীয় খাবার রান্না করা শিখে নাও, যার ফলে পরবর্তীতে আমাদের জন্য (জীবনযাত্রা) অনেক সহজ হয়ে যায়। অত্যন্ত সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আমার অনেক দেখাশোনা করতেন। তার সহকর্মীরাও তার উত্তম আচরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকেই তার প্রশংসা

করে। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য দিন। তার এক পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে। তার একটি সন্তান শৈশবেই মারা গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তার সৎকর্মগুলো ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ মিরপুর আযাদ কাশ্মীরের মিরাবড়কা নিবাসী মরহুম মোকাররম মুহাম্মদ আলম সাহেবের পুত্র মুশতাক আহমদ আলম সাহেবের। তিনি গত ১৯ জুলাই, ২০২২- এ ৬০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ফাতেমা বিবি সাহেবা ছাড়া, ছয় পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে। তার তিন পুত্র ও এক জামাতা কুরআনের হাফেয। তিন পুত্র মুরব্বী, তাদের মধ্যে একজন হাফেয মুসাওয়ের আহমদ মুযাম্মেল পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগালে (কর্মরত) আছেন। আর দ্বিতীয় ছেলে হাফেয আখলাক আহমদ এবং তৃতীয় পুত্র হলেন আব্দুল খালেক সাহেব যিনি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করছেন। যাহোক, সেনেগালে তার যে পুত্র রয়েছেন তিনি জানাযার সময় উপস্থিত ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন এবং মরহুমের প্রতি দয়াসুলভ আচরণ করুন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)